ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1979-1994
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.423

গণতন্ত্র, গণমাধ্যম ও সুশাসনের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক বিশ্লেষণ: বৈশ্বিক পরিপ্রেক্ষিতে একটি পর্যালোচনা

মো. হাবিবুর রহমান, *রিসার্চ ফেলো, ইনস্টিটিউট অব রিসার্চ এক্সিলেন্স, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ*

মেহজাবীন ইলাহী, *সিনিয়র অফিসার ও গবেষক, ইনস্টিটিউট অব রিসার্চ এক্সিলেন্স, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ*

মোঃ কামাল উদ্দিন, *প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, আতাকরা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, বাংলাদেশ*

লুবনা আক্তার, *সহকারী অধ্যাপক, জেন্ডার ও ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ*

Received: 25.03.2026; Accepted: 28.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

There exists a triangular interrelationship among democracy, mass media, and good governance. When any one of these components is negatively affected, imbalance emerges within the system, ultimately impacting the overall stability and development of a country. The nature and quality of democracy, media, and governance significantly shape a country's democratic character. This study aims to analyze the interrelationship between democracy, mass media, and good governance, and to examine various global indicators related to these fields. The findings suggest that democracy plays a crucial role in establishing a non-discriminatory society and ensuring good governance. People’s participation in the democratic process and the accountability of elected representatives facilitate the advancement of good governance within democratic systems. However, the core principles of democracy are increasingly challenged. Declining positions of many states in global democracy indices, fluctuations in democratic performance, and the persistent negative impact of military intervention in governance demonstrate significant setbacks. The study further identifies growing hostility toward mass media, increased government pressure on media institutions to serve political agendas, and rising threats to democratic institutions. Despite the growth in the number of democratic institutions worldwide, concerns remain regarding media freedom and political interference. The findings emphasize that a pluralistic media environment enhances transparency and balance of power. Furthermore, effective decentralization of authority is essential in multicultural societies, along with political consensus to ensure integration and democratic stability.

Keywords: Democracy and Governance, Mass Media and Political Communication, Good Governance, Media Freedom and Political Interference, Democratic Stability and Participation

বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্রের শোচনীয় অবস্থা বিরাজ করার কারণে কিছু রাষ্ট্রে অগণতান্ত্রিক আচরণ, নাগরিক সমাজ মৌলিক ও মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে, একটি রাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নাজুক পরিস্থিতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। The Economist Intelligence Unit-এর মতে, ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দে গণতন্ত্র সূচক প্রতিবেদনে গণতন্ত্রের বিভিন্ন নেতিবাচক দিক তুলে ধরা হয়েছে। বিশ্বব্যাপী একাধিক গণতান্ত্রিক স্বাধীন রাষ্ট্রের মধ্যে পরিপূর্ণ গণতন্ত্রের সুবিধাভোগী রাষ্ট্রের তালিকায় মাত্র ১৯টি রাষ্ট্রের নাম রয়েছে। অন্যদিকে অসম্পূর্ণ বা ক্রটিযুক্ত গণতান্ত্রিক দেশের তালিকায় নাম রয়েছে মাত্র ৫৭টি দেশের (EIU, 2017; Harris, 2018) । যদিও সংবাদপত্র সমাজ ও রাষ্ট্রের দর্পন হিসেবে বিবেচিত তবুও রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক সংবাদপত্রকে ইদানিং জনগণের শক্র হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। Reporters Without Borders কর্তৃক প্রকাশিত বৈশ্বিক গণমাধ্যম স্বাধীনতা (World Press Freedom) সূচক-২০১৮ খ্রিষ্টাব্দের প্রতিবেদনে ১৮০ টির মধ্যে কিছু রাষ্ট্রে গণমাধ্যমের প্রতি বৈরিতা পোষণ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সত্য তথ্য প্রকাশে হুমকি প্রদর্শন ইত্যাদি কারণে গণমাধ্যমের প্রতি হুমকি ও চ্যালেঞ্জ বেড়েই চলছে। ফলশ্রুতিতে আইনের শাসন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা বিঘ্নিত হচ্ছে (RSF, 2018)।

নিয়মিত নির্বাচন অনুষ্ঠান গণতন্ত্রের অন্যতম স্তম্ভ হিসেবে অন্তর্ভূক্ত। গণতন্ত্রায়ন ও নির্বাচন প্রক্রিয়া একই সূত্রে গাঁথা একটি মালা স্বরূপ। এ নির্বাচন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে জনপ্রতিনিধিরা নির্বাচিত হয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করে। নির্বাচনে জনসমষ্টির ইচ্ছা রাষ্ট্রে ও সমাজে প্রতিফলিত হওয়ার কারণে নির্বাচনকে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মৌলিক উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয় (শরীফ, ২০১৬)। অন্যদিকে কখনো কখনো অর্থই তথ্য পাওয়ার প্রধান অনুঘট হিসেবে কাজ করে। মাঝে মাঝে অর্থই তথ্য পাওয়ার প্রধান অনুঘট হিসেবে কাজ করে থাকে (Williams et al.,1994)। গণমাধ্যম সরকারি কার্যক্রমে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটা অনেক দিন যাবৎ এক প্রকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে গণমাধ্যম সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে (Besley & Prat, 2006)।

মুক্ত, স্বাধীন এবং বহুমাত্রিক মিডিয়া গণতান্ত্রিক শাসনের মৌলিক বিষয় হিসেবে বিবেচিত। গণমাধ্যম সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার, অযোগ্যতা বা দুর্নীতির উপর নজরদারির মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ ওয়াচ-ডগ (watch-dog) হিসেবে ভূমিকা পালন করে, এমন কিছু তথ্যের অ্যাক্সেস প্রদান করে যা নাগরিকদের সচেতন পছন্দ করতে সক্ষম করে এবং বিতর্কের জন্য সর্বজনীন স্থান উন্মুক্ত করে (দারিদ্র্য এবং বর্জন সংক্রান্ত বিষয়গুলি সহ)। এটি সামাজিক সমস্যাগুলিও প্রকাশ করে, সচেতনতা বাড়ায় এবং রাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়ার জন্য চাপ তৈরি করে (DFID, 2008)। সতুরাং গণমাধ্যম একটি প্রয়োজনীয় বিষয়। ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দে Atlantic Charter -এ কথা বলার স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে (UN, 1947)। গণমাধ্যমের স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্র মানব নিরাপত্তার উন্নতির পাশাপাশি আন্তর্জাতিক এবং দেশীয় শান্তি উন্নত করে। স্বল্প মিডিয়া স্বাধীনতা এবং সংকুচিত গণতন্ত্রের ফলে একটি বিশ্বকে আরও সংঘাত, নিরাপত্তার অবনতি এবং মানবাধিকার লঙ্ঘন বাড়িয়ে দেয় (Marina Nord, Martin Lundstedt, and Staffan I Lindberg, 2024)।

বিশ্বের উন্নত ও উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের গণতন্ত্রের স্বরূপ এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান নানা চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করছে। যেমন বাংলাদেশ গণতন্ত্রের পথে যাত্রা শুরু করলেও বিভিন্ন সময় গণতান্ত্রিক হোঁচট খাচ্ছে। ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দে শেষের দিকে ড. মুহাম্মদ ইউনূস যখন বাংলাদেশের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব নেন, তখন তিনি একটি জাতীয় পুনর্জন্মের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। ছাত্র-নেতৃত্বাধীন বিক্ষোভ ও গণঅভ্যুত্থানের কারণে শেখ হাসিনা (সাবেক প্রধানমন্ত্রী) এবং তার দল আওয়ামী লীগকে পতনের পর ক্ষুদ্রঋণের অগ্রগামী ও নোবেল বিজয়ীকে দেশের অন্তর্বর্তীকালীন নেতা হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। গত ১৫ বছর তিনি (শেখ হাসিনা) ক্রমবর্ধমান স্বৈরাচারের সাথে ১৭০ মিলিয়নের দেশ পরিচালনা করেছিলেন, এর প্রতিষ্ঠানগুলিকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন এবং এর মজুদ হ্রাস করেছিলেন। বাংলাদেশে এবং তার বাইরে গণতন্ত্রের বিজয় হিসেবে তার পতন উদযাপন করা হয়। আগামী বছরটি (২০২৬) হবে দেশের ভবিষ্যৎ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ (Vishnu Padmanabhan, 2025)।

গবেষণালব্দ ফলাফল পৃথিবীব্যাপী গণতন্ত্র বিষয়ক গবেষক, গণতান্ত্রিক সরকার, গণতন্ত্র কর্মী, জনপ্রতিনিধি, ভোটার, গণমাধ্যমকর্মী, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কর্মী, উন্নয়ন ও সুশাসন কর্মী, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং সংশ্লিষ্ট গবেষকদের গণতন্ত্র, গণমাধ্যম ও সুশাসনের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক সম্পর্কে পর্যালোচনা

এবং এতদবিষয়ক বিশ্বব্যাপী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অবস্থা জানা ও সে সম্পর্কে করণীয় বিষয় সম্পর্কে অবহিত হতে পারবে। এ প্রবন্ধে মূলত গণতন্ত্র, গণমাধ্যম ও সুশাসনের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক সমন্ধে তুলনামূলক একটি বিশ্লেষণ তুলে ধরার পাশাপাশি এ গবেষণার অন্যতম উদ্দেশ্য হল গণতন্ত্র, গণমাধ্যম ও সুশাসন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিভিন্ন সূচকে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট নিয়ে পর্যালোচনাসহ বিভিন্ন যুক্তি উপস্থাপন করা হয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতি:

গবেষণাটি মূলত সাহিত্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে ঐতিহাসিক বিবরণ (Historical Description) ও গুণগত পদ্ধতিকে (Qualitative Method) অনুসরণ করে সম্পন্ন করা হয়েছে। যেহেতু গণতন্ত্র ৫ম শতাব্দিতে উদ্ভব হয়ে এখনো পযর্ন্ত তুলনামূলকভাবে একটি গ্রহণযোগ্য শাসন ব্যবস্থা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। পরবতী সময়ে গণমাধ্যমে উদ্ভব ও নব্বইয়ের দশকে সুশাসন প্রত্যয়টির আবির্ভাবের কারণে ঐতিহাসিক বিবরণ পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। এ গবেষণায় আলোচ্য গবেষণাকর্মটি দ্বিতীয় স্তরের তথ্য (Secondary Source) ভিত্তিক সম্পন্ন করা হয়েছে। অত্র গবেষণাং তথ্য সংযোজনের ক্ষেত্রে গবেষণার প্রাসঙ্গিকতা ও নিরপেক্ষতার দিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। এ গবেষণা সম্পাদনের জন্য মাধ্যমিক উৎসের মধ্যে দেশি বিদেশি পুস্তক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রসিদ্ধ জার্নালি, সংবাদপত্রের প্রতিবেদন, সমসাময়িক প্রবন্ধ এবং বিভিন্ন গবেষণা কর্ম থেকে অত্র গবেষণার উদ্দেশ্যের সাথে মিল রেখে তথ্য সংযোজন করা হয়েছে।

পূর্ববর্তী গবেষণা গ্রন্থের পর্যালোচনা (Literature Reviews)

গণতন্ত্র, গণমাধ্যম ও সুশাসন বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে বহু গবেষক অনেক গবেষণাকর্ম সম্পাদনা করেছেন। এ সকল গবেষণায় বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে বিবিধ উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে নানা তত্ত্বের আলোকে সম্পাদনা করা হয়েছে। তাছাড়া এ সকল গবেষণাকর্মে বিভিন্ন রাষ্ট্রে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও গণমাধ্যমের বর্তমান অবস্থা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও গণতন্ত্রের পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

গণতান্ত্রিক ও অগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা

Timothy Besley এবং Andrea Prat (2006) বইয়ে দখলকৃত হাতে হাতকড়া এবং গণমাধ্যমের উপর নিয়ন্ত্রণ এবং সরকারের জবাবদিহিতা সম্পর্কে তাঁরা একটি গবেষণাকর্ম সম্পাদনা করেছেন। রাশিয়ার গণমাধ্যমের স্বাধীনতার নিশ্চয়তার বিধান থাকলেও অনেকাংশে তা অনুপস্থিত। রাশিয়ার ফেডারেশনের সংবিধানের ২৯.৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে পাশাপাশি সেন্সরশীপ আরোপ করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চয়তা অধরাই থেকে যাচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ রাশিয়ার ঘটনাকে উল্লেখ করা যায়। পুরাতন প্রচলিত প্রতিরক্ষামূলক বিভিন্ন আইনগত বিধান থাকা সত্ত্বেও রাশিয়ার গণমাধ্যম অধিক পরিমাণে বর্তমানে সেন্সরশীপ আরোপসহ বিভিন্নভাবে বাধার সম্মুখীন হচ্ছে। বর্তমানে সকল জাতীয় সম্প্রচার মাধ্যমগুলো রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত কোম্পানি কর্তৃক মালিকানা দখল হয়ে আছে। অধিকাংশ জাতীয় পত্রিকা নির্দিষ্ট ধনবান ব্যক্তির মাধ্যমে পরিচালিত হয় যা স্বাভাবিকভাবে রাজনৈতিক চাপের জন্য খুব একটা কার্যকর নয়। Freedom House-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী বিশ্বব্যাপী অন্যান্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতে আনুষ্ঠানিক সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা এবং রাজনৈতিক প্রভাব সম্পর্কিত এ দুইটি বিষয়ের অমিল দেখা যায় যথা থাইল্যান্ড থেকে ইতালি এবং ভারত থেকে মেক্সিকোতে তা ভিন্ন অবস্থা পরিলক্ষিত হয়।

প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণমাধ্যমের প্রতি সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি

Robert P. Snow (1987) তার বইতে প্রিন্ট মিডিয়াকে (সংবাদপত্র) দৈনন্দিন প্রতিষ্ঠান হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এ প্রবন্ধে তিনি Newspaper, The Daily Institution শীর্ষক ২য় অনুচ্ছেদে সংবাদপত্রের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে এটাকে সমাজের একটি ছোট প্রতিষ্ঠান হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়াও এ পুস্তকে তিনি সংবাদপত্রের ব্যাকরণগত দিক, শব্দভান্ডার, বাক্য গঠন, গণমাধ্যমের প্রভাব সম্পর্কেও আলোপাত করেছেন। Timothy Besley & Andrea Prat (2006) গণমাধ্যমের দখল এবং সরকারের জবাবদিহিতা নিয়ে একটি গবেষণাকর্ম সম্পাদন করেছেন। এ গবেষণা প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য ছিল তত্ত্বীয় দৃষ্টিকোন থেকে কিভাবে এবং কখন সরকার গণমাধ্যমকে

শাসন করে এবং এর উপর রাজনৈতিক ফলাফলে কি প্রভাব পড়ে সে সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। এ গবেষণা প্রবন্ধে তাঁরা মিডিয়া Capture এবং সরকারের জবাবদিহিতা নিয়ে বিভিন্ন সম্পর্ক দেখানো হয়েছে। এ প্রবন্ধের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু হল গণমাধ্যম প্রভাবের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক বিষয়াবলী দেখা।

গণমাধ্যমে অর্থের ভূমিকা

Williams et al., (1994) তাঁদের পুস্তকে গণমাধ্যম ও গণতন্ত্রের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোকপাত করেছেন। এ বইয়ে তাঁরা দেখিয়েছেন যে অর্থ কখনো কখনো তথ্য পাওয়ার মূখ্য ভূমিকা পালন করার পাশাপাশি এ স্তরে তারা ইলেকট্রনিক যুগে সংবাদপত্রের অবস্থা ও ডিজিটাল যুগে গণমাধ্যমের ভূমিকা, গণমাধ্যমের পরিধি, ইলেকট্রনিক সংবাদপত্রের উৎপত্তি এবং সংবাদপত্র ব্যবসার প্রতি হুমকি প্রদর্শন ইত্যাদি বিষয়াবলী নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

গণমাধ্যম ও গণতন্ত্রের উত্থান-পতন

Asian Media Information and Communication Centre (2000) কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তকে এশিয়ায় গণমাধ্যম ও গণতন্ত্র নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে। এ প্রবন্ধে অত্র অঞ্চলে কিছু রাষ্ট্রে গণমাধ্যম ও গণতন্ত্রের বিস্তার হওয়াতে কিছুটা ইতিবাচক উন্নতি পরিলক্ষিত হয়েছে। কিন্তু সাংবাদিকতার যে পেশাদারিত্ব ও নৈতিক গুণাবলি প্রয়োজন তা ঘাটতি থাকাতে উদ্বেগের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এমনও অনেক রাষ্ট্র রয়েছে যেখানে গণমাধ্যমকে কন্ঠরোধসহ বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থায় খুবই শোচনীয় অবস্থার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। কেননা কিছু দেশে গণমাধ্যমকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সরকার বা সরকারি প্রতিষ্ঠান গণমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করার পাশাপাশি সেন্সারশীপ-এর গঠনপ্রণালী ও বিধিনিষেধ আরোপসহ এবং সার্বিক কাঠামো আশাব্যঞ্জক নয়। এমাজ উদ্দীন আহমদ (১৯৯৩) তার পুস্তকের দক্ষিণ এশিয়ার গণতন্ত্র শীর্ষক পরিচ্ছেদে গণতন্ত্রের পরিচিতি আলোচনায় সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা ও আইনের শাসনকে গণতন্ত্রের অন্যতম দিক হিসেবে বর্ণনা করেছেন। পাশ্চাত্যের গণতন্ত্রের সাথে অধুনা বিশ্বে স্বাধীনতা লাভের পর যে সকল রাষ্ট্র গণতন্ত্র গ্রহণ করেছে, সে সকল দেশের গণতন্ত্রের স্বরূপ তিনি বর্ণনা করেছেন। এতে তিনি এশিয়ার কয়েকটি এবং বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়ার কয়েকটি রাষ্ট্রের গণতন্ত্রের উত্থান-পতন সম্পর্কে বর্ণনার পাশাপাশি সংকট উত্তরণে করণীয় দিক বর্ণনা করেছেন।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও গণতন্ত্রের সম্পর্ক

Adel M. Abdellatif (2003) সুশাসন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও গণতন্ত্রের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে একটি গবেষণা প্রবন্ধ সম্পাদন করেছেন। গণতন্ত্র, সুশাসন নিয়ে বিদ্যমান বিভিন্ন ধরনের প্রবন্ধ ও গবেষণাকর্ম গণতন্ত্র এবং শাসনের উচ্চ ও নিম্ন মান নিয়ে গণতন্ত্রের মান নিয়ে নানা ধরনের যুক্তি তর্ক উপস্থাপন করা হয়েছে। তিনি তার প্রবন্ধে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা হিসেবে উল্লেখ করেছেন যে এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রাজনৈতিক, বেসামরিক, ও নাগরিক অধিকার এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনত, অন্যান্য বিষয় ভাল মানের শাসন পেতে সম্পর্কিত নাও হতে পারে। কিছু ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের আদলে অগণতান্ত্রিক আচরণ, কুশাসন চালু থাকতে পারে।

পূর্ববর্তী গবেষণা গ্রন্থের পর্যালোচনায় গণতন্ত্র, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া, এবং সুশাসনের নানান দিক আলোচিত হয়েছে। এখানে যে সকল বিষয় আলোচিত হয়েছে, তা বর্তমান গবেষণা থেকে একটু ভিন্ন। তবে অত্র গবেষণায় গণতন্ত্র, গণমাধ্যম ও সুশাসনের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক বিশ্লেষণ পূর্বক বৈশ্বিক পরিপ্রেক্ষিতে একটি পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

তাত্ত্বিক কাঠামো

গণতন্ত্র

Democracy বা গণতন্ত্র শব্দটি আক্ষরিকভাবে জনগণের শাসনকে বুঝায়। গণতন্ত্র শব্দটি গ্রিক 'Demokratia' শব্দ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। যা সম্মিলিতভাবে Demos (people) বা জনগণ এবং Kratos (rule) বা শাসন ক্ষমতাকে বুঝায়। ৫ম শতাব্দিতে উদ্ভূত হওয়া এ প্রত্যয়টি এমন একটি রাজনৈতিক পদ্ধতিকে বুঝায় যা সে সময়ের গ্রিক নগর রাষ্ট্রে বিশেষভাবে এথেন্সে জনপদে বিদ্যমান ছিল (Dahl, 2018)। গণতন্ত্রের ইংরেজি প্রতিশব্দ হল, Democracy। ১৬ শতকে ইংরেজিতে এ শব্দটির প্রথম ব্যবহার হয়। ফরাসি Democratie শব্দ থেকে ইংরেজি Democracy শব্দ

থেকে এসেছে (শরীফ, ২০১৬)। আলোচ্য গবেষণায় গণতন্ত্র বলতে সকল রাজনৈতিক দলের মধ্যে অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এবং জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভোট দানের মাধ্যমে যোগ্য ব্যক্তিকে নির্বাচিত করার প্রক্রিয়ার নামকেই গণতন্ত্র নামে অবিহিত করা হয়েছে। এ ছাড়াও এ প্রবন্ধে গণতন্ত্রের আলোচনায় এমন গণতন্ত্রকে বুঝানো হয়েছে যেখানে সকল রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে উপযুক্ত জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করার পাশাপাশি রাজনৈতিক ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা, আইনের সুশাসন ও সুশাসনের উপস্থিতি ইত্যাদিকে বুঝানো হয়েছে।

গণমাধ্যম

সাধারণত গণমাধ্যম বলতে এমন কতগুলো যোগাযোগের মাধ্যমকে বুঝায় যার মধ্যে অন্যতম হল পত্রিকা, বেতার, টেলিভিশন এবং ইন্টারনেট। গণমাধ্যম জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য নিদিষ্ট কিছু বিষয় ও ঘটনাবলীকে কেন্দ্র করে প্রতিবেদন প্রকাশের মাধ্যমে জনমত গঠনে সাধারণত সহায়তা করে থাকে (Davison, 2017)। সমসাময়িক গণমাধ্যমের বিভিন্ন রূপের মধ্যে সংবাদপত্র, সাময়িকি বা ম্যাগাজিন, টেলিভিশন, এবং বেতারকে সাধারণত বুঝানো হয়ে থাকে (Williams et al., 1994)।

আলোচ্য গবেষণায় গণমাধ্যম বলতে শধুমাত্র সংবাদপত্র, সাময়িকি বা ম্যাগাজিন, টেলিভিশন ও সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম ফেসবুক (Facebook), টুইটার (Twitter) ইত্যাদিকে বুঝানো হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম এ আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করার কারণ হল-বর্তমানে এ মাধ্যম গণমাধ্যমের বিকল্প হিসেবে কখনো কখনো ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ ছাড়াও এ গবেষণায় একটি রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থায় গণতন্ত্র ও সুশাসনের স্বরূপ উন্মোচনে গণমাধ্যম কর্তৃক যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

শাসন ও সুশাসন

শাসন

বর্তমান সময়ে আইন প্রণেতা, আন্তর্জাতিক দাতাগণ, বিশেষ করে গবেষকদের নিকট শাসন প্রত্যয়টি ব্যাপকভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। শাসন এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত তৈরি করা হয় এবং ঐ সকল সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন হয়। শাসন শব্দটি বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে বিভিন্ন অর্থ বুঝায়। নাগরিকদের অন্যতম প্রত্যাশা হল যথাযথ কর্তৃপক্ষ থেকে সুশাসনের নিশ্চয়তা দেয়া। দুঃশাসন বলতে আইনের অপশাসন, অতিরিক্ত শাসন ও নিয়ম-কানুনের আড়ম্বর, প্রাকৃতিক সম্পদের অসম বণ্টন ইত্যাদি বিষয়কে অন্তর্ভূক্ত করা (Rahman, 2014)।

সুশাসন

বিশ্বব্যাংকের মতে, সুশাসনের মাধ্যমে সরকারি প্রতিষ্ঠানের একটি সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা বিদ্যমান থাকা, যার মাধ্যমে ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা, কার্যকারিতা এবং অর্থনৈতিক সক্ষমতা থাকবে পাশাপাশি জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতার সাথে তথ্যের আদান-প্রদানের অবাধ সুযোগ এবং উন্নয়নের জন্য আইনগত ভিত্তি যেখানে ন্যায় বিচার, মানবাধিকার ও স্বাধীনতা সমন্বিত থাকবে (ECOSOC, 2006)।

সুশাসন নিয়ে বিভিন্ন সংজ্ঞা ও পর্যবেক্ষণ রয়েছে। মানবাধিকার কাউন্সিল এর মতে সুশাসনের যে মূল বৈশিষ্ট্যগুলি চিহ্নিত করা হয়েছে, তার মধ্যে যথাক্রমে- স্বচ্ছতা, দায়িত্ব, জবাবদিহিতা, প্রতিক্রিয়াশীলতা (জনগণের প্রয়োজনে) এবং অংশগ্রহণ (OHCHR,1996-2026)। এ গবেষণা প্রবন্ধে একটি রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থায় শাসন বিভাগ, বিচার বিভাগ এবং আইন বিভাগে কেউ বৈষম্যের শিকার না হয়ে নিরপেক্ষ ও সুবিচার পেয়ে থাকে এমন ধরনের সুশাসনকে বুঝানো হয়েছে। আইনের শাসন ও সার্বিক কর্মকান্ডে ভাল শাসনের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় এমন ব্যবস্থাকে বুঝানো হয়েছে।

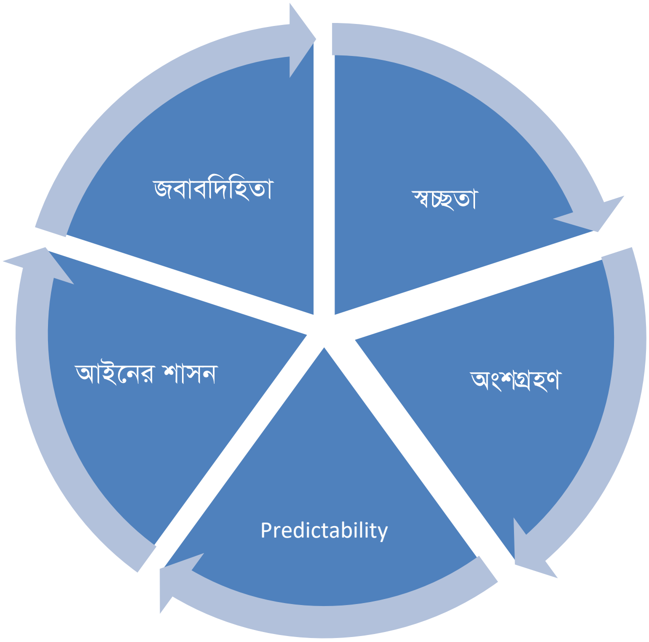

চিত্র ০১: সুশাসনের উপাদান (সূত্র, Rahman, 2014)।

সুশাসন শাসনের এমন একটি গুণ যার মাধ্যমে এমন কিছু বিষয়াবলি যেমন একটি রাষ্ট্রের সার্বিক কর্মকান্ডে জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা, কার্যকর, ক্ষমতায়ন, অংশগ্রহণ, টেকসই, নিরপেক্ষতা, এবং ন্যায়বিচার ইত্যাদি বিষয়কে অন্তর্ভূক্ত করে। শাসন পূর্বসংকেত (Predictability) বলতে আইন এবং নীতির স্বচ্ছতা এবং নিরবিচ্ছিন্নভাবে সমাজে প্রয়োগ হওয়ার পাশাপাশি এ ব্যবস্থায় রাষ্ট্র এবং এর অঙ্গ প্রতিষ্ঠানগুলো আইনের কাছে বাধ্য থাকবে (Rahman, 2014)।

আলোচ্য গবেষণায় সুশাসন বলতে একটি দেশের মধ্যে বিচারবিভাগ, শাসনবিভাগ ও আইন বিভাগসহ সমগ্র দেশের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা এবং আইনের শাসনের উপস্থিতি ও কার্যকারিতাকে ইত্যাদি বিষয়াবলীকে অন্তর্ভূক্ত করে।

গণতন্ত্র, গণমাধ্যম ও সুশাসন: আন্তঃসম্পর্ক

কোন কোন গবেষক গণতন্ত্র এবং সুশাসনের সুনিবিড় সম্পর্ক হিসেবে উল্লেখ করেছেন (Abdellatif, 2003)। আলোচ্য গবেষণায় গণতন্ত্র, গণমাধ্যম ও সুশাসন: আন্তঃসম্পর্ক বলতে একটি রাষ্ট্রে বা সমাজে গণতন্ত্র ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চয়তার মাধ্যমে যে সুশাসন পরিলক্ষিত হয় তাকে বুঝানো হয়েছে।

গণতন্ত্র, গণমাধ্যম ও সুশাসন: আন্তঃসম্পর্ক বিশ্লেষণ

বৈষম্যহীন সমাজ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গণতন্ত্র

গণতন্ত্র, গণমাধ্যম ও সুশাসন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। একটি বাধাগ্রস্ত হলে অন্যটির উপর প্রভাব পড়ে থাকে। কখনো কখনো একটি প্রক্রিয়া সঠিকভাবে কাজ না করলে তা সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য বহু নেতিবাচব ফলাফল বয়ে আনে। গণতন্ত্র হল এমন একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া যে ব্যবস্থার মাধ্যমে জনগণের পছন্দীয় সরকারের ধারাবাহিক পরিবর্তনের রীতিসিদ্ধ সাংবিধানিক সুযোগ, অবাধ, সুষ্ঠ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের ব্যবস্থা, একাধিক রাজনৈতিক দলের স্বীকৃতি, সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা এবং সর্বোপরি স্বাধীন বিচার বিভাগ বিদ্যমান থাকাকে বুঝায়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সাধারণত আইন হল সার্বজনীন। আইনের প্রতি সকল জনগণের আনুগত্য প্রকাশ হল গণতন্ত্রের অন্যতম অঙ্গিকার। পাশ্চাত্যে মূলত দু'টি কারণে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এক পরিপূর্ণ ব্যবস্থা হিসেবে রূপান্তরিত হয়েছে। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ভিত্তিভূমি

হিসেবে যে সামাজিক বলয় গড়ে উঠেছে তা মোটামোটিভাবে সমতল ও মসৃণ। অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা সমাজে ও রাষ্ট্রে এমনভাবে সুবিন্যস্ত যা প্রত্যেক শ্রেণি ও সম্প্রদায়ের মানুষের সবধরনের প্রযোজন মেটাতে পারে। মূলত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এক বৈষম্যহীন সমাজ গড়ে উঠে। ফলশ্রুতিতে সমাজ ও রাষ্ট্রে সুশাসনের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় (আহমদ, ১৯৯৩)।

গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থা ও জনপ্রতিনিধিদের দায়বদ্ধতা

প্রকৃতপক্ষে গণতন্ত্র সুশাসনের জন্য কঠোরভাবে আবশ্যকীয় বিষয় নয় যেমনিভাবে দুঃশাসন আনুষ্ঠানিক গণতান্ত্রিক শাসন কাঠামোতেও সম্পূর্ণরূপে সম্ভব। এ ছাড়াও গণতান্ত্রিক পন্থায় মুক্ত, স্বচ্ছ এবং প্রতিযোগিতাপূর্ণ নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে খারাপ ও দুর্নীতি পরায়ন রাজনৈতিক নেতাকে বাদ দিয়ে যোগ্য প্রতিনিধি নির্বাচিত করার সুযোগ করে দেয়। ফলশ্রুতিতে, জনসাধারণের চাহিদা পূরণ করার জন্য কার্যকরভাবে শাসন উপহার দিতে সংশ্লিষ্ট জনপ্রতিনিধি ও রাজনৈতিক নেতাদের উৎসাহিত করে। এ ছাড়াও গণতন্ত্র নাগরিকদেরকে অনির্বাচনী উপায়ে তথা সংঘ, আন্দোলন, সরকারি কর্মকর্তাদের গণমাধ্যমের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ এবং বিভিন্ন ধরনের নীতি তৈরিতে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেয়। অধিকন্তু, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ জোরালোভাবে বিভিন্ন ধরনের প্রণোদনার সম্পর্কিত উদ্যোগ (অধিকভাবে বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক উপায় এবং বাধ্যবাধকতা তৈরিকৃত জনমত) প্রণয়নে সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা ও যৌক্তিকতা নির্ণয়ে এ সম্পর্কিত বিবিধ সিদ্ধান্ত তৈরির পূর্বে নির্বাচনী এলাকাগুলোতে ব্যাপকভাবে গণসংযোগ ও পরামর্শগ্রহণ করতে হয়। এ ধরনের অংশগ্রহণ এবং বিতর্ক জনগণকে নীতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে ও নিজের মধ্যে দৃঢ় প্রত্যয় ও আইন মানার মানসিকতা জাগ্রত হয়। ফলশ্রুতিতে, এ সকল নীতিসমূহ (আইন-কানুন) অধিক টেকসই এবং সরকারকে অধিক বৈধতা প্রদানের সুযোগ করে দেয়। এ সকল এবং অন্যান্য কারণে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাগুলো ব্যাপকভাবে গণতন্ত্র এবং সুশাসনকে উৎসাহিত করছে (Abdellatif, 2003)।

গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সুশাসনের পথ সুগম

USAID-এর প্রতি প্রতিবেদনে Foreign Aid in the National Interest-এ গণতন্ত্র এবং সুশাসনকে পারস্পারিক শক্তিশালী প্রত্যয় হিসেবে দেখানো হয়েছে। যখন এগুলো একত্রে উন্নীত করা হয় তখন জনসাধারণের জন্য ধন-সম্পদের সঠিক ব্যবহার করার নিশ্চয়তা বিধান করা হয়। এ ছাড়াও নিম্নলিখিত বিষয়াবলী, কার্যক্রম অর্জন ও বাস্তবায়নে সহায়তা করে। যেমন, সরকারি প্রতিষ্ঠান তাদের কর্মপরিধি অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা, সামাজিক মতাঐক্য সহায়তা এবং সরকারের বিভিন্ন পদ্ধতি স্থায়ীকরণ, বিভিন্ন দ্বন্দ্ব শান্তিপূর্ণ উপায়ে নিরসন এবং টেকসই সরকার ঝুঁকি কম থাকার কারণে দেশে বিনিয়োগ মসৃণভাবে পরিচালিত হয়। পাশাপাশি আইনের শাসন, সরকারের বৈধতা এবং স্বচ্ছতার কারণে নিম্ন খরচের কারণে লেনদেন হয় (Abdellatif, 2003)।

গণতন্ত্র দুর্নীতিপরায়ন শাসকদের জন্য অভিশাপ

গণতন্ত্র, সুশাসনের মধ্যে এক সুনিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। প্রথমত গণতন্ত্রের মাধ্যমে জনগণ শান্তিপূর্ণভাবে, নিয়মিত অনপযুক্ত, অকার্যকর এবং দুর্নীতি পরায়ন সরকারি প্রশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার জন্য অনুমতি প্রদান করে যার মাধ্যমে জনসাধারণ কার্যকর, সফলজনক শাসন পেতে সহায়তা প্রদান করে। ফলশ্রুতিতে, এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদী শাসনের মান বাড়ার পাশাপাশি জনগণের মধ্যে সুশাসন পাওয়ার প্রত্যাশা বেড়ে যায়। অপরপক্ষে, স্বৈরশাসনের মাধ্যমে উদ্দেশ্যহীনভাবে যদিও ভাল মানের শাসন বা সুশাসন পাওয়া যায় কিন্তু যদি শাসক তা না করে তাহলে শাসকগোষ্ঠী এ প্রক্রিয়ায় শুধুমাত্র জোরারোপ করে ক্ষমতার পালাবদল করতে হয় যা গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের তুলনায় কখনো কখনো অনেক বছর বা দশকও লেগে যায়। স্বৈরশাসকদের শাসনকালে দুঃশাসনের বিভিন্ন নীতি চলমান থাকার সর্বোচ্চ সম্ভাবনা থেকে যায় (Abdellatif, 2003)।

গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় স্বৈরশাসনের উপস্থিতি

আবার অনেক সংখ্যক লেখক উল্লেখ করেছেন যে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের অধীনে বিভিন্ন প্রকারের ব্যক্তি কিংবা দলের (Interest Groups) ক্ষমতার প্রতি আগ্রহ ও পাওয়ার জন্য প্ররোচনা (Lobbying) এবং বিবিধ কারণে নীতি প্রণয়নে অচলাবস্থার সৃষ্টি হওয়ার পাশাপাশি উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিজস্ব স্বার্থ রক্ষার কারণে গুরুত্বপূর্ণ নীতি প্রণয়নে বাঁধা হয়ে দাড়ায়। এ ছাড়াও ভিন্ন পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে। যেমন, রাজনৈতিক এবং বেসামরিক অধিকারের

উপর বিধি নিষেধ আরোপ করার ফলশ্রুতিতে গত ৩০ বছর যাবৎ সিঙ্গাপুরের যে প্রবৃদ্ধি উল্লেখজনক হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় সেখানে উদ্বেগ পরিলক্ষিত হয়েছে। নিম্ন স্তরে (Grassroots), অংশগ্রহণমূলক সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় নির্বাচনী গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় এ বিষয়টি বিরাটভাবে পার্থক্য প্রদর্শিত হয়। প্রকৃতপক্ষে নির্বাচনী ভোটে আর্থিকভাবে সামর্থ্যবান ব্যক্তি বা দলকে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় প্রভাবিত করতে সহায়তা প্রদান করে। ল্যাটিন আমেরিকার অবস্থার পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে পিরো গ্লিজেস (Piero Gleijeses) এ উদাহরণ উপস্থাপন করেছেন। বাইর থেকে যদিও তা গণতন্ত্র পোশাকে আবৃত তথাপিও ভেতরে তা স্বৈরশাসক পদ্ধতির আভাস পাওয়া যায় (Abdellatif, 2003)। এছাড়াও উন্নত এবং উন্নয়নশীল বিশ্বে গণতন্ত্রের খোলসে স্বৈরতন্ত্রের উদ্ভব লক্ষ্য করা যায়। নির্বাচনী প্রক্রিয়া প্রশ্নবিদ্ধ, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ধ্বংস এবং অবাধ, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত না করে কোনমতে ক্ষমতার পালাবদল হয়, যা ফ্যাসিজম, স্বৈরাচার এবং নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্রের চিত্র ফুটে ওঠে।

গণতন্ত্র, গণমাধ্যম ও সুশাসনের বর্তমান চিত্র: বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা

গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সমস্যা সমাধান ও আলোচনার দ্বার উন্মোচন

ECOSOC (২০০৬) এর প্রকাশিত প্রদত্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে যে, Thomas G. Weiss-এর মতে বৈশ্বিক সুশাসন হল সম্মিলিত প্রচেষ্টার এমন মাধ্যম যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পৃথিবীব্যাপী বিভিন্ন সমস্যাগুলো চিহ্নিতকরণ, উপলব্দি এবং সমাধানের চেষ্টা করা হয়ে থাকে এবং যা কখনো কখনো কোন একক রাষ্ট্রের সমাধানের বা আয়ত্বের বাইরে চলে যেতে পারে। তিনি এর মাধ্যমে জটিল আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, বিবিধ পন্থা, সম্পর্ক এবং বাজার, নাগরিক এবং সংস্থাসমূহের মধ্যে বিভিন্ন প্রক্রিয়াকে অন্তর্ভূক্ত করে। এ ছাড়াও আন্তঃ ও বেসরকারি সংস্থাসমূহ যা যাদের পারস্পারিক সম্পর্কের মাধ্যমে বৈশ্বিক পরিকল্পনা স্পষ্ট ভাষায় রূপদানে সক্ষম করার পাশাপাশি অধিকার ও বিভিন্ন বাধ্যবাধকতার বিষয়সমূহ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বিভিন্ন ধরনের মতভেদ ও বিবাদ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা হয়। ফলশ্রুতিতে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পায় (ECOSOC, 2006)।

দরিদ্রতা দূরীকরণে গণতান্ত্রিক সরকার ও সুশাসনের ভূমিকা

দরিদ্রতা দূরীকরণে সুশাসনের ভূমিকা অনস্বীকার্য। সৃষ্টিকর্তার কৃপার কাছে সমাজের কিছু মানুষ তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা সমর্পণ করে দিয়েছে যেহেতু নির্দিষ্ট সরকার তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করছে না। দারিদ্র্য অধ্যুষিত উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের লোকজন অনুশোচনা ও বিলাপ করা ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। বিশেষ করে দারিদ্র্য জনগোষ্ঠী সামাজিক, আইনগত এবং অর্থনৈতিক নিরাপত্তা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অনেক উন্নত সম্প্রদায় মনে করে দরিদ্রতা দূর করার জন্য সুশাসন অত্যন্ত অত্যাবশ্যক। যদিও উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে সুশাসন এখনও গভীরভাবে সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সকল ধরনের দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল পত্র (Poverty Reduction Strategy Paper) সুশাসনের জন্য বিবেচনা করা হয়েছে। এ সকল কৌশলপত্রগুলো একটি দেশের দারিদ্র্য বিমোচনের স্তম্ভ হিসেবে কাজ করেছে। উদাহরণস্বরূপ আলবেনিয়ার সরকার দারিদ্র্য বিমোচন এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য এ সকল বিষয়াবলীকে মৌলিক ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করে বিভিন্ন ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক পুনর্গঠন করার প্রক্রিয়া গ্রহণ করেছে। অধিকাংশ সরকার তাদের দেশের বিভিন্ন বিষয় পুনর্গঠন করার জন্য সুশাসনকে উপস্থাপন করে। কারণ গিনি'র (Guinea) দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল পত্র দাবি করেছে যে, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির জন্য সুশাসন হল একটি প্রয়োজনীয় পূর্বশর্ত (Grindle, 2002)।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় গণতন্ত্রের মৌলিক উদ্দেশ্য ব্যাহত

গণমাধ্যমের স্বাধীনতা বলতে সাধারণত গতানুগতিক ধারণাকে বুঝানো হয়ে থাকে যা প্রেস ও ইলেকট্রনিক গণমাধ্যমের স্বাধীনতা তথা বেতার, টেলিভিশন এবং ইন্টারনেটের স্বাধীনতাকে বুঝায়। একটি গণতান্ত্রিক সমাজের জন্য গণমাধ্যমের স্বাধীনতা থাকা অত্যন্ত আব্যশক। জনসাধারণ রাষ্ট্র ও সমাজের অনেক বিষয়াবলী গণমাধ্যমের সহযোগিতা ছাড়া জানতে পারে না। জনসাধারণের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়াবলীর আলোচনা ও মতামতের বহিঃপ্রকাশের অন্যতম মাধ্যম হল গণমাধ্যম। সত্য উদঘাটন ও প্রকাশ করা, জনসাধারণকে বিভিন্ন বিষয়াবলী সম্পর্কে অবহিতকরণ এবং সরকারের বিভিন্ন কর্মকান্ডের তদারকি ও পর্যবেক্ষক হিসেবে গণমাধ্যম কাজ করে থাকে। গণতন্ত্রের মৌলিক নির্দেশনাবলী গণমাধ্যমের মাধ্যমে প্রকাশের সুযোগ থাকে। গণমাধ্যমের স্বাধীনতা প্রদানের মাধ্যমে সরকারকে

অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ ও কঠোর নিয়ম-নীতি প্রণয়ন করা থেকে বিরত রাখে (Eagan, 2013)। ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত গণমাধ্যম সূচকে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের নেতিবাচক চিত্র ফুঁটে উঠেছে। যা বৈশ্বিক গণতন্ত্রের জন্য খুবই নেতিবাচক দিক (EIU, 2017)।

গণতান্ত্রিক সূচকে পশ্চাৎপদ চিত্র ও গণমাধ্যমের উপর খড়গহস্ত

সাম্প্রতিক বছরগুলোর মধ্যে যেমন ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত গণতান্ত্রিক সূচকে বৈশ্বিক গণতন্ত্র সবচেয়ে খারাপ অবস্থা বিরাজ করছে। ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ থেকে কোন একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল এককভাবে গড়ে গণতান্ত্রিক সূচকে উন্নতি লাভ করতে পারেনি। বরঞ্চ বিভিন্ন রাষ্ট্রে নির্বাচন ব্যবস্থাকে জোর করে প্রভাবিত ও জনগণকে বিভাজন করা হয়েছে। এ ছাড়াও রাষ্ট্র ও অ-রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গণমাধ্যমের উপর হরেক রকমের হুমকি সৃষ্টি করেছে। ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দে গণতন্ত্র সূচকে সবচেয়ে ভাল অবস্থানে যে পাঁচটি দেশ রয়েছে তার মধ্যে যথাক্রমে নরওয়ে, আইসল্যান্ড, সুইডেন, নিউজিল্যান্ড এবং ডেনমার্ক এবং সবচেয়ে নিম্নের সারিতে আছে যথাক্রমে গণতান্ত্রিক প্রজাতান্ত্রিক কঙ্গো, মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র, চাঁদ, সিরিয়া এবং উত্তর কোরিয়া। The Economist Intelligence Unit (প্রতিষ্ঠা ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দ) পাঁচটি ক্ষেত্র তথা নির্বাচন প্রক্রিয়া এবং বহুত্ববাদ বা বহু লোকের অংশগ্রহণ প্রক্রিয়া, বেসামরিক নাগরিকদের স্বাধীনতা, সরকারের শাসন প্রক্রিয়া; রাজনৈতিক অংশগ্রহণ এবং রাজনৈতিক সংস্কৃতি প্রত্যয়গুলোকে মানদন্ড ধরে এ প্রতিবেদনটি প্রকাশ করেছে। ৬০টি নির্দেশনাকে কেন্দ্র করে ১৬৫টি স্বাধীন রাষ্ট্র ও ২টি অঞ্চলকে কেন্দ্র করে গণতান্ত্রিক শাসন প্রক্রিয়াকে ৪টি ভাগে যথা পরিপূর্ণ গণতন্ত্র (Full Democracy), ত্রুটিযুক্ত গণতন্ত্র (Flawed Democracy), উচ্চফলনশীল শাসনক্ষমতা (Hybrid Regime) এবং স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ক্ষমতা (Authoritarian Regime) বিভাজন করা হয়েছে (EIU, 2017)।

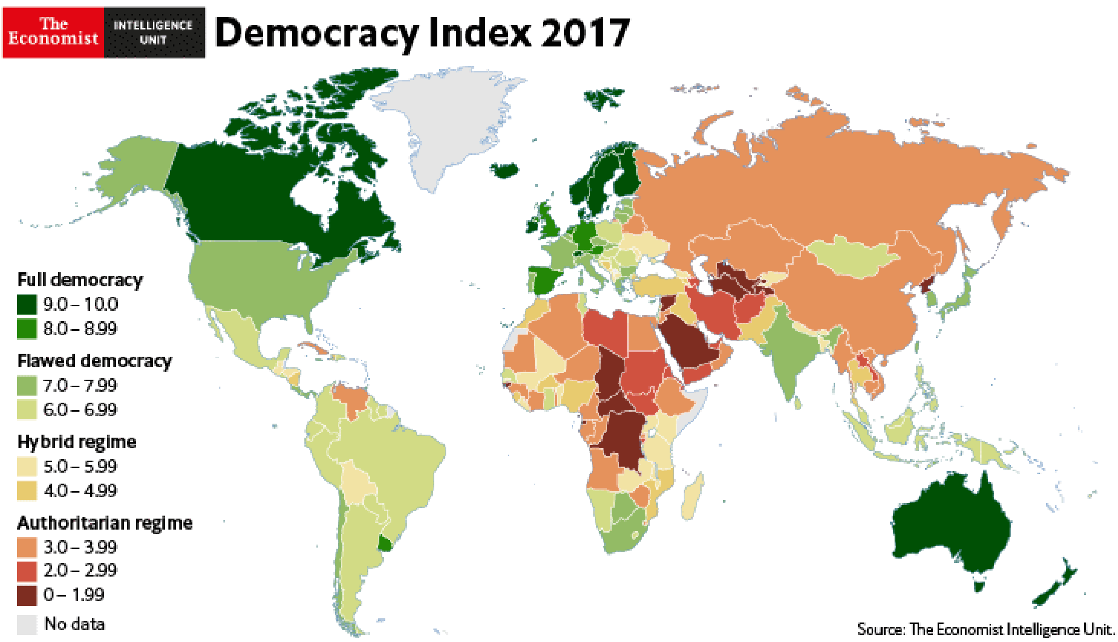

চিত্র-২ : বৈশ্বিক গণতান্ত্রিক সূচক-২০১৭ (EIU, 2017; the daily Star, 2018)।

গণতান্ত্রিক সূচকে উত্থান পতনের চিত্র

পরিপূর্ণ গণতান্ত্রিক (Full Democracy) রাষ্ট্রের তালিকায় ১৯টি, ত্রুটিযুক্ত গণতান্ত্রিক (Flawed Democracy) রাষ্ট্রের তালিকায় ৫৭টি, উচ্চফলনশীল শাসনক্ষমতা (Hybrid Regime) রাষ্ট্রের তালিকায় ৩৯টি এবং স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ক্ষমতা (Authoritarian Regime) রাষ্ট্রের তালিকায় ৫২টি দেশের নাম রয়েছে। ২০১০-১১ খ্রিষ্টাব্দের অর্থনৈতিক সংকটের পর থেকে বৈশ্বিক গণতান্ত্রিক সূচকে সবচেয়ে বেশি ধ্বস নেমেছে পাশাপাশি মত প্রকাশের

স্বাধীনতায় বিশেষভাবে উদ্বেগ বাড়িয়ে দিয়েছে। যদিও বিশ্বের প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বাস করে কিন্তু এ সকল রাষ্ট্রের মধ্যে মাত্র ৪.৫% পরিপূর্ণ গণতান্ত্রিক অবয়বে বাস করে। যুক্তরাষ্ট্র পরিপূর্ণ গণতন্ত্র থেকে ত্রুটিযুক্ত গণতান্ত্রিক (Flawed Democracy) রাষ্ট্রে পদচ্যুত হওয়ার কারণে ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দের ৮.৯% হারের তুলনায় বর্তমানে তা হ্রাস পেয়েছে। অন্যান্য পাশ্চাত্য রাষ্ট্রের মধ্যে ফ্রান্স এবং ইতালিও এ মানদন্ডে পড়েছে (Harris, 2018)। বর্তমানে গণতন্ত্রের চিত্র আশাব্যঞ্জকের তুলনায় হতাশাজনক রূপ বেশি। ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দে রেকর্ড নির্বাচনের বছর থাকা সত্ত্বেও-যখন বিশ্ব জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি ভোটে গিয়েছিল-EIU-এর গণতন্ত্র সূচক আরেকটি গণতান্ত্রিক পতন রেকর্ড করেছে। গড় স্কোর ৫.১৭-এ নেমে এসেছে, ২০০৬ খ্রিষ্টাব্দে সূচক শুরু হওয়ার পর থেকে এটি সর্বনিম্ন, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দে ৫.২৩ থেকে নেমে এসেছে। বিশ্বের জনসংখ্যার মাত্র ৪৫% একটি গণতন্ত্রে বাস করে, ৩৯% কর্তৃত্ববাদী শাসনের অধীনে এবং ১৫% "হাইব্রিড শাসনে (hybrid regimes)" যা নির্বাচনী গণতন্ত্রকে কর্তৃত্ববাদী প্রবণতার সাথে একত্রিত করে। গণতন্ত্র সূচক ২০২৪ দেশ, আঞ্চলিক এবং বৈশ্বিক পর্যায়ে রাজনৈতিক প্রবণতাগুলির একটি বিশদ বিশ্লেষণ প্রদান করে। বিস্তৃত তথ্যের উপর বিশ্লেষণ করলে, এটি পরীক্ষা করে যে গণতান্ত্রিক মডেলগুলির প্রতি ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ কীভাবে রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের নতুন ফর্মের চাহিদাকে চালিত করছে এবং শাসন, নীতিনির্ধারণ এবং বৃহত্তর পরিচালন পরিবেশকে প্রভাবিত করছে (EIU, 2024)।

তিনটি বিষয় সম্ভবত ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দে এবং তার পরেও বিশ্বব্যাপী স্বাধীনতার উপর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলবে। প্রথমত, সেনেগাল এবং শ্রীলঙ্কার মতো যে দেশে গত বছর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা নির্বাচন থেকে নতুন নেতারা আবির্ভূত হয়েছে, অথবা বাংলাদেশের মতো স্বৈরাচারী শাসনের পতনের পর ক্ষমতা গ্রহণ করেছে, তারা গণতন্ত্রের জন্য উজ্জ্বল স্থান হিসেবে প্রমাণিত হতে পারে। কিন্তু অনেক কিছু নির্ভর করবে কিভাবে এই সরকারগুলো সংস্কারের দিকে অগ্রসর হয় এবং তারা নিশ্চিত করে যে ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং আইনের শাসন এই প্রক্রিয়ায় সুরক্ষিত ও প্রসারিত হয় কিনা। দ্বিতীয়ত, স্লোভাকিয়া এবং মেক্সিকো সহ গণতন্ত্রের একটি ছোট কিন্তু ক্রমবর্ধমান গোষ্ঠীর মধ্যে, নির্বাচিত নেতারা এমন প্রতিষ্ঠানগুলিকে দুর্বল করার চেষ্টা করছেন যেগুলি তাদের ক্ষমতা যেমন মিডিয়া, দুর্নীতিবিরোধী সংস্থা এবং বিচার ব্যবস্থার উপর চেক করার জন্য কাজ করে (freedomhouse, 2025)।

গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক সংকট এবং উত্তরণ

এশিয়ায় গণতান্ত্রিক সংকটের ফলশ্রুতিতে কিছু রাষ্ট্রে বিভিন্ন সমস্যার উত্তরণ ও সুশাসনের প্রতি হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এশিয়া এবং বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়ার প্রায় প্রতিটি রাষ্ট্রই স্বাধীনতা লাভের পর রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দেশের শাসন ব্যবস্থা শুরু করে। কিন্তু গণতন্ত্রের এ পথ পরিক্রমা বিভিন্ন কারণে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। উদাহরণস্বরূপ নিম্নলিখিত রাষ্ট্রগুলোর বিভিন্ন উদ্দেশ্যমূলক আইন ও অধ্যাদেশ প্রণয়নের মাধ্যমে গণতন্ত্রকে নির্বাসিত করে। আবার কখনো কখনো গণতন্ত্রের অবয়বে গণতন্ত্রের ভিন্ন নেতিবাচক চিত্র পরিলক্ষিত হয়। ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে নেপালের রাজা মহেন্দ্র গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম বাতিল করেন। পাকিস্তানে ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দে গণতন্ত্রকে উপেক্ষা করে সামরিক শাসন প্রচলন করা হয়। বার্মা তথা মিয়ানমারে ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দে সামরিক সরকার গণতান্ত্রিক সরকারের ধারাবাহিকতা বাধাগ্রস্ত করে সামরিক শাসন জারি করে। ভারতের মত বৃহৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে মিসেস ইন্দিরা গান্ধি ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে ব্যক্তিগত ফায়দা হাসিল করার জন্য জরুরি অবস্থা জারির মাধ্যমে গণতন্ত্রের মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত করা হয়। শ্রীলঙ্কাতেও বিভিন্ন সময় জরুরি অবস্থা জারি করার মাধ্যমে গণতন্ত্রের মর্যাদা বিনষ্ট করা হয়। ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দে ইন্দোনেশিয়াও গণতন্ত্র ভুলে অগণতান্ত্রিক পন্থা অনুসরণ করেছিল। ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দে কাম্পুচিয়ায় গণতন্ত্র হোঁচট খায়। ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে ফিলিপাইনে সামরিক একনায়কতন্ত্র শুর হয় (আহমদ, ১৯৯৩)। গণতান্ত্রিক পথ পরিক্রমা শুরু হওয়ার পর বিভিন্ন সময়ে তা বাধাগ্রস্ত হয়। বর্তমান সময়ে যদিও এ সকল রাষ্ট্রগুলোতে পুনরায় গণতন্ত্র চালু হয়েছে তারপরেও সাম্প্রতিক প্রকাশিত গণতন্ত্রের সূচক-২০১৭ অনুযায়ী এ সকল দেশগুলোর গণতান্ত্রিক সূচকে উত্থান-পতন পরিলক্ষিত হয়েছে (EIU, 2017)।

গণতান্ত্রিক শাসন প্রক্রিয়ায় সামরিক হস্তক্ষেপ

বিশ্বের কিছু উন্নয়নশীল ও তুলনামূলকভাবে নুতন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতে গণতন্ত্রের যাত্রা শুরু হলেও মাঝে মাঝে উচ্চাভিলাসি সামরিক ব্যক্তি ও সেনাপ্রধান গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে হস্তক্ষেপ শাসন ক্ষমতা

দখল করে। ফলশ্রুতিতে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও সুশাসনের নাজুক পরিস্থিতি ও নাগরিক সমাজ বৈষম্যের শিকার হয়। উদাহরণস্বরূপ মিয়ানমার, থাইল্যান্ড ও মিশরসহ বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রে এ অবস্থার চিত্র মাঝে মাঝে পরিলক্ষিত হয়েছে। যদিও বার্মা বা মিয়ানমার ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম বারের মত সামরিক শাসন শুরু হয় তথাপিও সরাসরি সামরিক শাসন জারি হয় ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দে। যেখানে গণতান্ত্রিক সরকারকে জোর করে উৎখাত করা হয়েছে (Devi, 2014)। এ ছাড়াও সাম্প্রতিক সময়ে থাইল্যান্ড ও মিশরে সুপরিকল্পিত উপায়ে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে গণতান্ত্রিক সরকারকে উৎখাত করে সামরিক অবয়বে শাসন কার্য পরিচালিত হচ্ছে।

প্রতিষ্ঠান হিসেবে সংবাদপত্র, সমাজে গণমাধ্যমের প্রভাব ও তথ্য প্রকাশে গণমাধ্যম নিষিদ্ধকরণ

সমাজের একটি ছোট প্রতিষ্ঠান হিসেবে সংবাদপত্র সমাজে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে থাকে। লোকজন সাধারণত পত্রিকা দিনের একটা নির্দিষ্ট সময়, পছন্দনীয় বিভাগ পড়ে থাকে। আর এ ঘটনা ঘটে থাকে সাধারণত খাবারের সময়, পাবলিক যানবাহনে কোথায়ও ঘুরা-ফেরা এবং টেলিভিশন দেখার সময় পত্রিকা পড়ার কাজটা সেরে ফেলে থাকে। যদিও যারা এভাবে পত্রিকা পড়ে তাদের মধ্যে পত্রিকা পড়ার চেয়ে অন্য বিষয়ের চিন্তা মাথার মধ্যে ঘোরপাক খায়। তারা মনোযোগ সহকারে পত্রিকা পড়ে না। এটা সাধারণত লোক দেখানো ছাড়া আর কিছুই নয়। আবার অনেকেই পত্রিকাকে তথ্য-উপাত্তের এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে গণ্য করে থাকে। আইনগত ভিত্তি এবং তথ্যের অবাধ সরবরাহের কারণে পত্রিকা মানুষের উপর প্রভাব ফেলার এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে (Snow, 1987)। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলো বিভিন্ন সময় সত্য তথ্য প্রকাশে সরকারের রোষানলে পড়ে। কোন তথ্য যদি সরকারের বিরুদ্ধে চলে যায় সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সরকার ঐ সকল গণমাধ্যমকে তার দেশে নিষিদ্ধ করে দেয়। কারণ শাসকগোষ্ঠী জানে যে, এ গণমাধ্যমের প্রকাশিত প্রতিবেদন মানুষের উপর বিরাট প্রভাব ফেলে থাকে। উদাহরণস্বরূপ দীর্ঘ আট বছর পর জিম্বাবুয়ে সরকার আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম বিবিসি (BBC) এবং সিএনএন (CNN) এর উপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছে (Plunkett & Holmwood 2009)।

গণতান্ত্রিক শাসন উত্থানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ভূমিকা

গণতান্ত্রিক শাসন উত্থানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ভূমিকা উল্লেখজনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রায় আরব স্পিং (আরবের গণজোয়ার) এর মাধ্যমে যে গণজোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল তা গণতান্ত্রিক অভিযাত্রার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। যদিও ইতোমধ্যে সামরিক হস্তক্ষেপ কারণে গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রায় বিভিন্নভাবে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। আরবের গণজাগরনের ফলে তিউনেশিয়া, মিশর ও মরোক্কতে বিভিন্ন ধরনের সংঘর্ষ ও অহিংস পন্থার মাধ্যমেও আন্দোলন সংঘটিত হয়েছে। এ ছাড়া ও লেখক এ ছাড়াও অত্র প্রবন্ধে প্রকৃত গণতন্ত্রের প্রতি গুরুত্বরোপ করা হয়েছে (Moghadam, 2013)। মানুষের মৌলিক অধিকার, মানবাধিকার, আইনের শাসন, সামাজিক ন্যায় বিচার, সুশাসন ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা না পেলে প্রচলিত যোগাযোগের মাধ্যম ব্যবহার না করে অন্য পন্থায় তাদের আন্দোলন সংগ্রাম চালিয়ে যায়। আরবের গণজাগরণ মধ্যপ্রাচ্য থেকে শুরু করে উত্তর আফ্রিকা মহাদেশ তথা মিশর থেকে তিউনেশিয়া, বাহরাইন, ও লিবিয়ায় সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম টুইটার এবং ফেসবুক ব্যবহার করে রাষ্ট্রীয় নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে সচেতন জনগণ আন্দোলন সংগ্রাম পরিচালনা করেছে। তিউনেশিয়ার মোহাম্মদ বুয়াজিজের আত্মাহুতি মূহুর্তের মধ্যে সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে এবং জনগণ ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন পরিচালনা করে। এ যোগাযোগ মাধ্যমের সাহায্যে অনায়াসে আন্দোলনস্থ স্থান থেকে আপডেট দেয়ার ব্যবস্থা থাকায় এ আন্দোলন তড়িৎ গতিতে ছড়িয়ে পড়েছিল। বর্তমানে এ ব্যবস্থা টুইটার এবং ফেসবুক বিপ্লব নামে অভিহিত হয়ে আছে। যদিও অনেক আন্দোলনকারী উইক্লিক্স (WikiLeaks) বিভিন্ন কার্যক্রম দেখে উৎসাহিত হয়েছে। এ সকল যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার ও আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে তিউনেশিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট বেন আলির পতন, মিশরের সাবেক প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারকের পতন ত্বরান্বিত হয়ে সেখানে পরবর্তী সময়ে নির্বাচনের পথ সুগম হয় (Beaumont, 2011)। বর্তমান সময়ে যোগাযোগ মাধ্যম বিশেষ করে ফেসবুক, এক্স হ্যান্ডেল (টুইটার), ইউটিউব, অন্যান্য মাধ্যমের কারণে গণতন্ত্র এবং শাসনব্যবস্থার উত্থান পতন ঘটছে।

গণমাধ্যমের প্রতি বিদ্বেষপোষণ বেড়ে যাওয়ায় গণতন্ত্রের প্রতি হুমকি

২০১৮ খ্রিষ্টাব্দে Reporters Without Borders কর্তৃক প্রকাশিত বৈশ্বিক গণমাধ্যম স্বাধীনতা (World Press Freedom) সূচকে ১৮০ টি রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে বহুত্ববাদের স্তর (The level of Pluralism), গণমাধ্যম স্বাধীনতা, নিজস্ব সংবাদপত্রের প্রতি সেন্সরশীপ আরোপের মাধ্যমে বাধা ও নেতিবাচক পরিবেশ (the environment and self-censorship), আইনগত দৃষ্টিভঙ্গি, স্বচ্ছতা, সংবাদ ও তথ্যের প্রকাশনার অবকাঠামোগত বিভিন্ন বিষয়ের মান ইত্যাদিকে সামনে রেখে সংস্থাটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে সাংবাদিকতার প্রতি যে বিদ্বেষ বেড়েছে তার বাস্তবতা খুঁজে পাওয়া যায়। গণমাধ্যমের প্রতি শত্রুতা পোষণ, রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে উন্মুক্তভাবে হুমকি ও দোষারোপ উত্থাপন এবং স্বৈরশাসকদের বিভিন্ন নীতিসহ বিভিন্ন বিষয়াবলীর মাধ্যমে গণতন্ত্রের প্রতি হুমকি সৃষ্টি হচ্ছে। গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত অনেক জনপ্রতিনিধি গণমাধ্যমকে গণতন্ত্রের সহায়ক শক্তি ও অংশ মেনে নিতে নারাজ পাশাপাশি তারা প্রকাশ্যে গণমাধ্যমের প্রতি অনীহা প্রকাশ করছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গণমাধ্যমকে জনগণের শত্রু হিসেবে উল্লেখ করেছেন যা সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের (রাশিয়া) জোসেফ স্ট্যালিনের ব্যবহৃত প্রত্যয়টির কথা স্মরণ করে দেয় (RSF, 2018)। এ ছাড়াও বিশ্বব্যাপী গণমাধ্যম স্বাধীনতা (World Press Freedom) সূচক-২০১৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম সারির ৫টি দেশের মধ্যে যথাক্রমে নরওয়ে, সুইডেন, নেদারল্যান্ডস, ফিনল্যান্ড এবং সুইজারল্যান্ড স্থান দখল করে নিয়েছে। অন্যদিকে ১৮০ টি দেশের মধ্যে সর্বনিম্ন স্তরে ১৭৬তম থেকে ১৮০তম স্থানে রয়েছে যথাক্রমে গণপ্রজাতন্ত্রী চীন, সিরিয়া, তুর্কমেনিস্তান, ইরিত্রিয়া এবং উত্তর কোরিয়া (RSF, 2018)। যদিও নিম্নের সারির রাষ্ট্রগুলো অধিকাংশই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র নয়। এ সকল রাষ্ট্রগুলোতে স্বৈরতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র বিদ্যমান রয়েছে। অন্যদিকে পাশ্চাত্য রাষ্ট্রের নিকট গণতন্ত্রের সংজ্ঞা দেশ এবং অঞ্চলভেদে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

ব্যক্তিস্বার্থ ও সরকারের এজেন্ডা বাস্তবায়নে গণমাধ্যমের প্রতি সরকারের চাপ

প্রতিটি গণমাধ্যমের দুইটি সম্ভাব্য লাভের (Benefit) নির্গমন পথের উৎস পরিলক্ষিত হয় যথা, বাণিজ্যিক লাভ (Benefit) এবং সরকারের সাথে দ্বন্দ্বের ফলে লাভ (Benefit)। পরবর্তী কারণ দর্শকদের কেন্দ্র করে পরিলক্ষিত হয়। এ উপকরণকে লক্ষ্য করে বিক্রি, চাঁদা বা বিজ্ঞাপন, এবং নির্দিষ্ট বিষয় বিবেচনার উপর নির্ভর করে। যদি গণমাধ্যম মজাদার ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিবেশেন করে তখন অনায়াসে দর্শক বা পাঠক বৃদ্ধি পেতে থাকে। সরকারের সাথে দ্বন্দ্বের ফলে যে লাভ হয় তার মধ্যে সরাসরি টাকা প্রদান (ঘুষ), যেমন উদাহরণস্বরূপ পেরুতে আলবার্তো ফুজিমারো (Alberto Fujimori) সরকারের সময় এ বিষয়টি সাধারণভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে। এ ধরনের প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত অথবা আইনগত হস্তক্ষেপ গণমাধ্যম মালিকদের প্রচুরভাবে উপকার করে। ইতালিতে এ ধরনের ঘটনা অস্তিত্ব পাওয়া যায় যেখানে গণমাধ্যম পরোক্ষভাবে সরকারের নীতি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ ২০০৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ইতালিতে সবচেয়ে প্রভাবশালী ও পরিচিতি পত্রিকার ৩টির মধ্যে ২টি FIAT Group কর্তৃক প্রভাবিত হয়েছে যেখানে তারা এশিয়া থেকে গাড়ি আমদানি করার উপর বিধিনিষেধের মতো Benefit-এর সম্মুখীন হওয়া, নূতন গাড়ি কেনার ক্ষেত্রে আর্থিক প্রণোদনা (Subsidy) দেওয়া, অথবা সড়ক নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণ বিনিয়োগ করা। এ ছাড়াও ভারতের গণমাধ্যম প্রভাবিত করার উদ্দেশ্য পরিলক্ষিত হয় (Besley & Prat, 2006)। বর্তমানে ভারতে গণতন্ত্র এবং গণমাধ্যমও নানা সংকট মোকাবেলা করে সামনে অগ্রসর হচ্ছে। বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকার ও ভারতীয় জনতা পার্টি এর বিরুদ্ধে কংগ্রেস এবং বিরোধী দলগুলো সংসদ এবং রাজপথে আন্দোলন সংগ্রাম পরিচালনা করছে।

বহু গণমাধ্যম ক্ষমতার ভারসাম্য ও স্বচ্ছতা বিধানে সহায়ক

বহু গণমাধ্যমের উপস্থিতি থাকার মাধ্যমে শাসকের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকার মাধ্যমে কার্যকরী সুফল পরিলক্ষিত হয়। একটি রাষ্ট্রে অধিক সংখ্যক গণমাধ্যম বিদ্যমান থাকার কারণে সরকারের পক্ষে তা বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তা শাসন করা কঠিন হয়ে পড়ে। গণমাধ্যমের একক মালিকানার মাধ্যমে সরকারের প্রভাব হ্রাস হয়। যত বেশি পরিমাণ গণমাধ্যম শিল্পের খরচ বাড়বে এবং সরকারের মাঝে লেনদেনের পরিমাণ বাড়বে তত বেশি পরিমাণভাবে এ শিল্পের উপর চাপ কমবে। গণমাধ্যম সাধারণত রাজনৈতিক ফলাফলের উপর প্রভাব ফেলে থাকে (Besley & Prat, 2006)। তবে গণমাধ্যম কর্পোরেট ইন্টারেস্ট রক্ষা করার কারণে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে না। গণমাধ্যমের মালিকানা

অনেকক্ষেত্রে নেতিবাচক ভূমিকা পালন করে। যেমন যুক্তরাজ্যের গার্ডিয়ান (https://www.theguardian.com/international) পত্রিকা যেভাবে কাজ করতে পারে বিশ্বের অন্যান্য গণমাধ্যমে সেভাবে কাজ করতে পারে না। এ পত্রিকাটি Independent Journalism এর বিশ্বব্যাপী কাজ করে। বিশ্বের পাঠকগণ (readers) এ পত্রিকাকে অর্থায়ন করে। পত্রিকাটি পরিচালনার জন্য এককালীন, মাসিক এবং বাৎসরিক অর্থায়ন করা যায়। এ পত্রিকাটি কোন বিলিনিয়ার কিংবা শেয়ারহোল্ডার দ্বারা পরিচালিত হয়। সতুরাং বিশ্বের বিভিন্ন দেশের গণমাধ্যম যদি কর্পোরেট স্বার্থ উপেক্ষা না করতে পারে এবং ইন্ডিপেন্ডেন্ট জার্নালিজম মেনে চলতে না পারে তাহলে গণমাধ্যম নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে পারবে না। বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ায় তার ব্যতিক্রম নয়।

বহুসংস্কৃতি বিদ্যমান সমাজে (Multi-cultural Society) ক্ষমতার সুষ্ঠ বিকেন্দ্রীকরণ

গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ক্ষমতার বন্টন ও সুষ্ঠু হস্তান্তর (Democratic Power-Sharing) এবং বহুবাধি সাংস্কৃতিক সমাজে সাধারণত শান্তি বিরাজমান করে থাকে। অন্যদিকে যে কোন ধরনের সংঘর্ষ দূর হলেই সেখানে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হবে। সুইজারল্যান্ডে রাজনৈতিক ক্ষমতার সুষ্ঠু বন্টনের কারণে ক্যান্টনের (Cantons) যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা (Federation) সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। যদিও সেখানে ৪টি ভাষায় কথা বলা এবং জনসাধারণ ২টি ধর্ম অনুসরণ, ইতিহাস ও আয়তনের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও একত্রীকরণ সম্ভব হয়েছে। পরবর্তীতে সুইসদেও একটি যৌথ পরিচয় তৈরি করা এবং ইউরোপে যুদ্ধ চলাকালিন সময়ে তাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা রক্ষা করছে এবং কিছু ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক শ্রেণি সংগ্রাম অতিক্রম করতে সহায়তা করেছে। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে Power-Sharing পদ্ধতি বহু সাংস্কৃতিক এবং বিভাজিত সমাজে গণতন্ত্র হল সবচেয়ে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা হওয়ার কারণে সুইজারল্যান্ড বিভিন্ন ভাষা গ্রহণ করা সত্ত্বেও এ রাষ্ট্রটি একটি সমজাতীয় সমাজে (Homogenous Society) রূপান্তরিত হয়েছে। এটা বিদ্যমান থাকার পাশাপাশি আরো অধিকার, স্বাধীনতা ও সমাজে সকলের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য Consensus Democracy প্রয়োজন (Linder, 1998)।

রাজনৈতিক Integration-এর জন্য Consensus Democracy প্রতিষ্ঠা

রাজনৈতিক মিলের জন্য Consensus Democracy প্রতিষ্ঠা করা অতিব দরকার। আধুনিক বিশ্বে Consensus Democracy মডেল রাজনৈতিক মতৈক্যের (Integration) জন্য অতি প্রত্যাশিত একটি বিষয়। আজকের বিশ্বে প্রায় ১৮০টির মতো স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র বহুসংস্কৃতির সমাজ (Multi-cultural Society)। অধিকন্তু শিল্পায়ন এবং বাজার নির্ভর অর্থনীতি পরিচালনার ফলে বিশ্বব্যাপী পণ্য, সেবা, এবং মূলধনের অবাধ প্রবাহ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু এ সকল বিষয়াবলি বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে বৈপরীত্য ও দ্বন্দ্ব দেখা দিচ্ছে, যা এক সময় একদম বিচ্ছিন্ন ছিল। বিরাট সংখ্যক শরণার্থী তৃতীয় বিশ্বের মধ্যে বা তৃতীয় বিশ্ব থেকে শিল্পোন্নত দেশে স্থানান্তরিত হচ্ছে এবং নূতন করে সংখ্যালঘিষ্ঠ সমস্যা সৃষ্টি করছে। যদি নূতন বিশ্ব ব্যবস্থায় উদারিকরণ (Liberalization) এবং মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে দরিদ্র্য জনগোষ্ঠীর কাছে অর্থ না পৌছে তাহলে তারা যেখানে অর্থ আছে সেখানে চলে যাবে। সে জন্য বহুসংস্কৃতির (Multi-cultural) সহাবস্থান শান্তির জন্য এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। উদাহরণস্বরূপ যুক্তরাষ্ট্র, উত্তর আয়ারল্যান্ড, কানাডা, আফ্রিকা দূর এবং মধ্যপ্রাচ্যে এ কেন্দ্রিক সমস্যা পরিলক্ষিত হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে, এ প্রেক্ষাপটে আরো ভাল রাজনৈতিক মতৈক্য (Political Integration) স্থাপন করা অতীব গুরুত্বর্পর্ণ বিষয় (Linder, 1998)। এ ক্ষেত্রে Power-Sharing পদ্ধতি, রাজনৈতিক মতৈক্য প্রতিষ্ঠায় Consensus Democracy অত্যন্ত প্রয়োজন।

সংকটকালীন মূহুর্তে সরকার কর্তৃক গণমাধ্যমের প্রতি বিধিনিষেধ

সংবাদমাধ্যমে যুদ্ধ চলাকালিন প্রোপাগান্ডা (Propaganda) প্রচারিত হয়ে থাকে। জরুরি অবস্থা জারিপূর্ণ জনসাধারণকে একত্রিকরণ করতে গণমাধ্যম এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। অপপ্রচার (Propaganda) এবং যোগাযোগের ক্ষেত্রে সাংবিধানিক এবং অসাংবিধানিক পদ্ধতির সরকারের মাঝে বিভাজন পরিলক্ষিত হয় এবং এ সকল ক্ষেত্রে সরকারের কাজের পরিধি ও কার্যপ্রণালি যুদ্ধের সময় আরো কলঙ্কজনক (Blur) অধ্যায় দৃশ্যমান হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় গণতান্ত্রিক সরকারগুলো তাদের নিজ দেশের বৃহৎ পরিমাণে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রোপাগান্ডা (Propaganda) প্রকাশে বাধ্যকরণ, সংবাদ মাধ্যমের প্রতি সেন্সরশীপ আরোপ এবং পাশাপাশি সকল প্রকার গণমাধ্যমের প্রতি সব ধরনের বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ যুক্তরাষ্ট্রে জনসাধারণের মধ্যে

কোরিয়া ও ভিয়েতনাম যুদ্ধ নিয়ে এক প্রকার বির্তক সৃষ্টি হয়েছে এবং ফ্রান্সেও তেমনিভাবে এ সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অন্যদিকে আলজেরিয়া যুদ্ধের সময়ও। সুয়েজ (খাল) যুদ্ধের সময় এ বিষয়টি প্রতিধ্বনিত হয়েছে যথাক্রমে ফ্রান্স এবং ইংল্যান্ডে। সকল সরকারই যুদ্ধের সময় সেন্সরশীপকে গণমাধ্যমের প্রতি খড়গহস্ত করার উপায় হিসেবে আশ্রয় গ্রহণ করে। আলজেরিয়া যুদ্ধের সময় কিছু সংবাদের প্রতি সত্য প্রকাশের জন্য সংবাদপত্র বাজেয়াপ্ত, অত্যাচার ও সেন্সরশীপ আরোপ করা হয়েছে (Friedrich, 1974)। সেন্সরশীপ দুভাবে আরোপ হতে পারে। যেমন অনেক সময় সেল্ফ সেন্সরশীপ এবং রাষ্ট্রীয় সেন্সরশীপ আরোপিত হতে পারে। গণমাধ্যম জনস্বার্থ উপেক্ষা করে অনেক সময় সেল্ফ সেন্সরশীপ আরোপ করে সত্য উন্মোচন থেকে নিবৃত থাকে। আর রাষ্ট্র যখন স্বৈরাচার কিংবা একনায়কতন্ত্রের দিকে ধাবিত হয় তখন রাষ্ট্রীয় সেন্সরশীপ আরোপ করে সত্য প্রকাশে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

উপসংহার

স্বৈরতান্ত্রিক ও একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্রের তুলনায় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো তুলনামূলকভাবে এগিয়ে রয়েছে। যদিও এটা নিয়ে পাচ্য ও পাশ্চাত্যে অনেক বির্তক ও সমালোচনা রয়েছে। গণতন্ত্র এবং শাসনব্যবস্থা নিয়ে অনেক তাত্ত্বিক এখনও কোন সমীকরণে পৌঁছতে পারেননি। গণতন্ত্র ও গণমাধ্যম স্বাধীনতা সূচকে সর্বন্মি স্তরে উত্তর কোরিয়ার নাম রয়েছে। অন্যদিকে সিরিয়া অবস্থা এ দুই সূচকে আশাব্যঞ্জক নয়। যদিও এ রাষ্ট্রগুলোর অধিকাংশই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মাপকাঠির মধ্যে পড়ে না। আলোচ্য গবেষণার ফলাফলে এটা পরিলক্ষিত হয়েছে যে, কিছু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে এবং ব্যক্তিস্বার্থ ও ক্ষমতা কুক্ষীগত রাখাসহ বিবিধ কারণে গণমাধ্যমের প্রতি বৈরিতা পোষণ ও সেন্সরশিপ আরোপসহ বিভিন্ন আইন ও নিয়মনীতি প্রণয়নের মাধ্যমে গণমাধ্যমের কণ্ঠরোধ করছে। ফলশ্রুতিতে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রে সুশাসন ও আইনের শাসন, গণতান্ত্রিক পরিবেশের অবক্ষয় পরিলক্ষিত হচ্ছে। আলোচ্য গবেষণায় গণতন্ত্র, গণমাধ্যম ও সুশাসনের আন্তঃসম্পর্ক বিশ্লেষণে সম্পর্কিত আলোচনায় গবেষণার ফলাফল যথাক্রমে বৈষম্যহীন সমাজ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গণতন্ত্রের রূপ, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থার বিধান ও জনপ্রতিনিধিদের দায়বদ্ধতা নিশ্চয়তা, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সুশাসনের পথ সুগম, গণতন্ত্র দুর্নীতিপরায়ন শাসকদের জন্য অভিশাপ স্বরূপ, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় স্বৈরশাসনের উপস্থিতি ইত্যাদি বিষয় এ গবেষণায় প্রতিফলিত হয়েছে।

গণতন্ত্র, গণমাধ্যম ও সুশাসনের বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট পর্যালোচনায় নিম্নলিখিত বিষয়াবলি যেমন বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সমস্যা সমাধান ও আলোচনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। এছাড়াও দরিদ্রতা দূরীকরণে গণতান্ত্রিক সরকার ও সুশাসনের ভূমিকা অত্যাবশ্যক বিষয় হিসেবে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে বর্তমান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় গণতন্ত্রের মৌলিক উদ্দেশ্য ব্যাহত, গণতান্ত্রিক সূচকে বিভিন্ন রাষ্ট্রে পশ্চাৎপদ চিত্র ও গণমাধ্যমের উপর খড়গহস্ত দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়েছে। তাছাড়া বিভিন্ন রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক সূচকে উত্থান পতনের বর্তমান চিত্র, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সাংবিধানিক সংকট এবং উত্তরণ, প্রতিষ্ঠান হিসেবে সংবাদপত্র, সমাজে গণমাধ্যমের প্রভাব ও তথ্য প্রকাশের জন্য গণমাধ্যম নিষিদ্ধকরণ, গণতান্ত্রিক শাসন উত্থানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ভূমিকা, গণমাধ্যমের প্রতি বিদ্বেষপোষণ বেড়ে যাওয়ায় গণতন্ত্রের প্রতি হুমকি বৃদ্ধি, গণতান্ত্রিক শাসন প্রক্রিয়ায় সামরিক হস্তক্ষেপ, ব্যক্তিস্বার্থ ও সরকারের এজেন্ডা বাস্তবায়নে গণমাধ্যমের প্রতি সরকারের চাপ প্রয়োগ, অধিক সংখ্যক গণমাধ্যম ক্ষমতার ভারসাম্য ও স্বচ্ছতা বিধানে সহায়ক, বহুসংস্কৃতি বিদ্যমান সমাজে (Multi-cultural Society) ক্ষমতার সুষ্ঠু বিকেন্দ্রীকরণ, রাজনৈতিক Integration-এর জন্য Consensus Democracy প্রতিষ্ঠা, সংকটকালীন মূহুর্তে সরকার কর্তৃক গণমাধ্যমের প্রতি বিধিনিষেধ আরোপ করা ইত্যাদি বিষয় এ গবেষণা কর্মের ফলাফলে উঠে এসেছে।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. শরীফ, আ. (২০১৬, এপ্রিল-জুন). নির্বাচন ও গণতন্ত্র: পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ, *সমাজ নিরীক্ষণ, ১৩৭, ৫১-৭২*

২. আহমদ, এ.উ. (১৯৯৩, ফেব্রুয়ারি). বাংলাদেশে গণতন্ত্রের সংকট, প্রকাশক শেখ মোঃ ইসমাইল হোসেন, হিমেল প্রিন্টার্স,
  ○ ঢাকা-১২০৯, ৪৬-৫৩

3. AMIC. (2000). *Media and Democracy in Asia.* Singapore: Asian Media Information and Communication Centre. Retrieved June 07, 2018
4. Abdellatif, A. M. (2013). *Good Governace and its relationship to Democracy & Economic Development* . Ministry of Justice, Republic of Korea. Retrieved June 12, 2018
5. Besley, T. & Prat, A. (2006, June). Handcuffs for the Grabbing Hand? Media Capture and Government Accountability . *The American Economic Review, 96(3)*. Retrieved June 12, 2018, from http://about.jstor.org/terms
6. Beaumont, P. (2011, February 25). The truth about Twitter, Facebook and the uprisings in the Arab world. *The Guardian Newspaper*. Retrieved July 07, 2018, from https://www.theguardian.com/world/2011/feb/25/twitter-facebook-uprisings-arab-libya
7. Castberg, F. (1960). *Freedom of Speech in the West: A comparative study of public law in France, the United States, and Germany.* Norway: Oslo University Press and George Allen & Unwin Ltd.
8. Davison, W. P. (2017, March 17). Public opinion. *Encyclopædia Britannica*. Retrieved June 08, 2018, from https://www.britannica.com/topic/public-opinion/The-mass-media
9. DFID, 2008, 'Media and Good Governance', A DFID Practice Paper, UK Department for International Development, London
10. Devi, K. S. (2014). Myanmar under the Military Rule 1962-1988. *International Research Journal of Social Sciences, 3*(10), 2319-3565. Retrieved July 08, 2018, from http://www.isca.in/IJSS/Archive/v3/i10/8.ISCA-IRJSS-2014-173.pdf
11. Dahl, R. A. (2018, May 25). Democracy. *Encyclopædia Britannica* . Retrieved June 08, 2018, from https://www.britannica.com/topic/democracy
12. Daily Star. (2018, February 01). EIU Democracy Index: Bangladesh slips to 92th position.
    - Retrieved June 09, 2018, from https://www.thedailystar.net/frontpage/eiu-democracy-index-bangladesh-slips-92th-position-1528165

13. Eagan, J. L. (2013, August 02). Media freedom. *ENCYCLOPÆDIA BRITANNICA*. Retrieved June 09, 2018, from https://www.britannica.com/topic/media-freedom
14. ECOSOC. (2006). *Definition of basic concepts and terminologies in governance and public administration.* UN. United Nations Economic and Social Council. Retrieved June 09, 2018, from http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan022332.pdf

15. EIU. (2017). *Democracy Index 2017.* The Economist Intelligence Unit. Retrieved June 09, 2018, from http://www.eiu.com/topic/democracy-index
16. EIU. (2024). EIU report, Democracy Index 2024, ECONOMIST INTELLIGENCE , https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2024/
17. Freedomhouse. (2025). FREEDOM IN THE WORLD 2025, The Uphill Battle to Safeguard Rights, Phumelele Mncina, Junior Fellow for West, Central, and Southern Africa Nodari Tsaava, Junior Fellow for Eurasia Rachel Simroth, Junior Fellow for North and East Africa
18. Friedrich, C. J. (1974). *Constitutional Democracy: Theory and Practice in Europe and America* (Vol. Fourth Edition). Oxford & Ibn Publishing & Mohan Prim Lani.
19. Grindle, M.S. (2002, November). Good Enough Governance:Poverty Reduction and Reform in Developing Countries. (H. U. Kennedy School of Government, Ed.) Retrieved June 09, 2018, from https://pdfs.semanticscholar.org/eb88/4e69c181a0d10959cf534c1b1470f1e5a5ec.pdf
20. Harris, B. (2018, February 02). These are world's most democratic countries, according to the Economist. *World Economic Forum*. Retrieved June 09, 2018, from https://www.weforum.org/agenda/2018/02/nordic-countries-top-democratic-rankings-2017/

21. Linder, W. (1998). *Swiss Democracy possible solution to conflict in Multi-cultural societies* (Vol. Second). Great Britain & USA: Macmillan Press Ltd and St. Martin's Press Inc.
22. Moghadam, V. M. (2013). What is democracy? Promises and perils of the Arab Spring. *Current Sociology Monograph, 61*(4), 393-408. Retrieved May 06, 2018, from sagepub.co.uk/journalsPermissions.nav
23. Nord M., Lundstedt, M. and I Lindberg, S. (JULY 2024). MEDIA FREEDOM, DEMOCRACY, AND SECURITY, This report is part of the OSCE project "No Security Without Media Freedom: Teresa Ribeiro, OSCE Representative on Freedom of the Media
24. OHCHR. (1996-2026). About good governance: OHCHR and good governance, *UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER* , https://www.ohchr.org/en/good-governance/about-good-governance
25. Plunkett, J. & Holmwood, L. (2009, July 29). Zimbabwe lifts reporting ban on BBC and CNN after eight years. *The Guardian Newspaper*. Retrieved July 07, 2018, from https://www.theguardian.com/world/2009/jul/29/zimbabwe-bbc-cnn
26. Padmanabhan, V. (Nov 12th 2025). Will Bangladesh's revolution bear fruit?. *The Economist,* https://www.economist.com/the-world-ahead/2025/11/12/will-bangladeshs-revolution-bear-fruit
27. RSF. (2018). *RSF Index 2018: Hatred of journalism threatens democracies.* Reporters Without Borders. Retrieved June 10, 2018, from https://rsf.org/en/rsf-index-2018-hatred-journalism-threatens-democracies
28. Rahman, M. M. (2014). *Good Governance and Corruption in Bangladesh.* Dhaka, Bangladesh : A H Developemnt Publishing House.
29. Snow, R. P. (1987). *Creating Media Culture* (Vol. 149). US: Sage Publications and Sage Library of Social Research.
30. UN. (1947). Yearbook of the United Nations 1946-47. *United Nations Organization Website*. Retrieved July 05, 2018, from https://www.unmultimedia.org/searchers/yearbook/page.jsp?volume=1946-47&page=1 & https://unchronicle.un.org/article/atlantic-charter-revitalizing-spirit-founding-united-nations-over-seventy-years-past
31. Williams, F. & Pavlik, J.V. (1994). *The people's right to know: Media, Democracy and the Information Highway.* United States of America, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.